এবার ভিন্নমত সম্পাদকের রোষানলে মুক্ত-মনা!

অনন্ত

ইমেইল : ananta_atheist@yahoo.com

বুশের বিরুদ্ধে আর আমেরিকার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তাদের অন্তরে 'ছ্যাত' করে গিয়ে লাগে। অনেকটা ধর্মান্ধদের মতই। ধর্মান্ধদের যেমন তাদের নিজ নিজ ধর্ম আর ধর্মগুরুদের নামে কিছু বললেই চোখ-কান গরম তাওয়ার মত রক্তিম আকার ধারণ করে, উনাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। কেবল ধর্মের জায়গাটিকে 'আমেরিকা' আর মহানবীর জায়গা 'বুশ'কে দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে, এই আর কি!

দরকার মৌলবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ - দুই অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার লড়াই!

কিছু দিন ধরে লক্ষ করা যাচ্ছে মুক্ত-মনা বেশ আক্রমনের শিকার হচ্ছে নানা দিক থেকে। কখনো ধর্মীয় গোষ্ঠীদের দ্বারা (সদ্য আরব আমিরাত সরকার মুক্ত-মনা অন্তর্জালকে তাঁর দেশে নিষিদ্ধ করেছে), কখনো আবার তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা, আবার কখনোবা পুঁজিবাদের অন্ধবিশ্বাসীদের কাছ থেকে। যদিও মুক্ত-মনা'র জন্মের (২০০১ সালের ২৬শে মে) পর থেকেই লড়াই শুরু হয়েছিলো প্রথমে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে, এখন সেটা কিছু কমেছে; তবু মাঝে মাঝে এখনও ধর্মীয় মৌলবাদীদের আস্ফালন আর বগল বাজানো লক্ষ করা যায়। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদীদের এই অন্তর্ধানের সময় তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা সেই শুন্যস্থান পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং মৌলবাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুক্ত-মনা'র বিরুদ্ধে কোরাস গাচ্ছেন। এরকমই চলছিলো কিছুদিন ধরে, কোনো অসুবিধাও হচ্ছিলো না; কারণ এই সকল তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের (ধর্মীয় সমাজতন্ত্রী!) চরিত্র অনেক আগেই উন্মোচিত হয়ে গেছে। আর আমরা সাধারণ পাঠকরাও উনাদের রস আস্বাদন করে ফেলেছি। কিন্তু এরই মাঝে রঙ্গামঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে আরেক কুশীলবদের। পুঁজিবাদের প্রতি অন্ধবিশ্বাসীরা এখন মুক্ত-মনা'র বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। উনাদের কি নামে আখ্যায়িত করা যায়? যুতসই কোনো নাম খুঁজে পাচ্ছি না, তবে আপাতত উনাদের কে বুশবাদী-ই বলি। কারণ আমার মনে হচ্ছে উনারা বুশের চোখ দিয়ে বিশ্ব দেখেন এবং আমাদের ও সেরকম দেখতে হবে সেটাই ভাবেন। বুশের বিরুদ্ধে আর আমেরিকার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তাদের অন্তরে 'ছ্যাত' করে গিয়ে লাগে। অনেকটা ধর্মান্ধদের মতই। ধর্মান্ধদের যেমন তাদের নিজ নিজ ধর্ম আর ধর্মগুরুদের নামে কিছু বললেই চোখ-কান গরম তাওয়ার মত রক্তিম আকার ধারণ করে, উনাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। কেবল ধর্মের জায়গাটিকে 'আমেরিকা' আর মহানবীর জায়গা 'বুশ'কে দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে, এই আর কি! তবে ভবিষ্যতে যদি দেখি আমার সিদ্ধান্ত ভুল, তখন ক্ষমা চেয়ে নামটি পরিবর্তন করে ফেলবো .....কথা দিচ্ছি। যাই হোক, আসল কথায় আসি; বুশবাদীরা কিছুদিন আগে মুক্ত-মনা'র মডারেটর অভিজিৎ রায়কে উদ্দেশ্য করে একটি 'জাতিসংঘের আলোকে মুক্তমনা বন্ধুটির কষ্ট' শিরোনামে জম্পেস একটি লিখা পাঠিয়েছেন। একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে লিখাটি পড়লাম এবং স্বাভাবিক ভাবে কিছু ভাবনার উদয় হলো; সেটাই আপনাদের জানাতে চাচ্ছি। বানান-টানান ভুল থাকলে নিজ গুনে ক্ষমা করে দিবেন আর তত্ত্বগত বা তথ্যগত কোন ভুল থাকলে দয়া করে ধরিয়ে দিবেন, বাধিত থাকবো।

কিন্তু এরই মাঝে রঙ্গামঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে আরেক কুশীলবদের। পুঁজিবাদের প্রতি অন্ধবিশ্বাসীরা এখন মুক্ত-মনা'র বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। উনাদের কি নামে আখ্যায়িত করা যায়? যুতসই কোনো নাম খুঁজে পাচ্ছি না, তবে আপাতত উনাদের কে বুশবাদী-ই বলি। কারণ আমার মনে হচ্ছে উনারা বুশের চোখ দিয়ে বিশ্ব দেখেন এবং আমাদের ও সেরকম দেখতে হবে সেটাই ভাবেন। বুশের বিরুদ্ধে আর আমেরিকার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তাদের অন্তরে 'ছ্যাত' করে গিয়ে লাগে। অনেকটা ধর্মান্ধদের মতই। ধর্মান্ধদের যেমন তাদের নিজ নিজ ধর্ম আর ধর্মগুরুদের নামে কিছু বললেই পশ্চাৎ-দেশ গরম তাওয়ার মত রক্তিম আকার ধারণ করে, উনাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। কেবল ধর্মের জায়গাটিকে 'আমেরিকা' আর মহানবীর জায়গা 'বুশ'কে দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে, এই আর কি!

সদ্য কুদ্দুস খানের (ভিন্নমতের সম্পাদক) 'জাতিসংঘের আলোকে মুক্তমনা বন্ধুটির কষ্ট' শিরোনামে লিখা প্রবন্ধে মুক্ত-মনা'র প্রধান পরিচালক অভিজিৎ রায় এবং পাশাপাশি মুক্ত-মনা'কে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। জনাব খান সুডো কমিউনিষ্ট, আধা কমিউনিষ্ট, তথাকথিত মানবতাবাদী, ভং ধরা মানবতাবাদী, শত্রুর শত্রু সবসময়েই বন্ধু ইত্যাদি বিশেষন ব্যবহার করে ভন্ডদের সাথে মুক্ত-মনা'কে এবং অভিজিৎ রায়কে একই পাল্লায় মেপে নিবার প্রয়াস চালিয়েছেন তখন একজন সাধারণ পাঠক হিসেব আমারও কিছু বলবার থাকে। মুক্ত-মনা'র সাথে আমার যতটুকু পরিচয় বা এর সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তার উপর ভিত্তি করে বলছি মুক্ত-মনা ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী অন্তর্জাল। অনেককেই দেখেছি মানবতাবাদের সাথে সমাজতন্ত্রকে গুলিয়ে ফেলেন। মানবতাবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের যেমন মৌলিক পার্থক্য আছে, তেমনি কিছু মিল আছে। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির তেমন কোনো মূল্য নেই আর মানবতাবাদে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরনকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সমাজতন্ত্রে সশস্ত্র বিপ্লবকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, মানবতাবাদ মানুষ হত্যার নীতি সমর্থন করে না। আর মোটা দাগে মিল হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও মানবতাবাদ দুটোই ধর্মনিরপেক্ষ। আরও কিছু মিল ও অমিল রয়েছে সমাজতন্ত্র ও মানবতাবাদে সেগুলো নাই উল্লেখ করলাম না। মানবতাবাদে ব্যক্তিকে মানবীয়দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করা হয়। সেই হিসেবে মুক্ত-মনা ও ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে, ব্যক্তি কোন ধর্মের, কোন বর্ণের, কোন শ্রেণীর সেটা বিবেচ্য নয়; মুক্ত-মনা'র কাছে বিবেচ্য বিষয় ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা।

মুক্ত-মনা'র সাথে ভিন্নমতের পার্থক্য সবসময়ই ছিলো, কিন্তু আমেরিকার গত নির্বাচনের পর থেকেই মুক্ত-মনা'র সাথে ভিন্নমতের আদর্শিক পার্থক্য প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। মুক্ত-মনা আমেরিকার নির্বাচনে জর্জ বুশকে সমর্থন করেনি এমনকি যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে টনি ব্লেয়ারকে সমর্থন করেনি। মুক্ত-মনা আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র মনে করে; এগুলিই সম্পাদক সাহেবের গাত্রহাদের কারণ আর ভিন্নমতের দৃষ্টিতে মুক্ত-মনা'র অপরাধ। আসলে এগুলো অপরাধ কি না সেটা বুঝতে হলে আমেরিকা এবং জর্জ বুশকে যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে। ভিন্নমতের মতে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে কোন রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রকে দখল করে অর্থনৈতিকভাবে শোষন করে থাকে। ব্রিটিশরা আমাদের এই উপমহাদেশ দুশো বছর দখল করে অর্থনৈতিকভাবে শোষন চালিয়েছিলো, তাহলে বলা যায় ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যবাদী ছিলো। ব্রিটিশরা শুধু আমাদের এই উপমহাদেশ নয়, সারা বিশ্বের দুতিনটি দেশ বাদে বাকি সবগুলো দেশই দখলে নিয়ে অর্থনৈতিক শোষন চালিয়েছিলো। এখন ব্রিটিশদের সেই স্বর্নযুগ নেই, শৌর্য

বীর্যও নেই তবে আস্ফালন এখনো রয়ে গেছে। এখন ব্রিটিশদের স্থান দখল করতে এসেছে আমেরিকা। সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্র দখলের কৌশলও এখন পরিবর্তিত হয়েছে, এখন কোন রাষ্ট্রে সেনাবাহিনী না পাঠিয়েও তার বাজার দখল করে অর্থনৈতিকভাবে শোষন করা যায়। তাহলে যে সকল রাষ্ট্র অন্যদেশের বাজার অন্যায় ভাবে দখল করে অর্থনেতিকভাবে শোষন করে তাদের কি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলা যায় না? কি বলেন পাঠকবৃন্দ? এখন আসি আমেরিকা প্রসঙ্গে। একদম প্রথম থেকেই শুরু করি।

মুক্ত-মনা'র সাথে ভিন্নমতের পার্থক্য সবসময়ই ছিলো, কিন্তু আমেরিকার গত নির্বাচনের পর থেকেই মুক্ত-মনা'র সাথে ভিন্নমতের আদর্শিক পার্থক্য প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। মুক্ত-মনা আমেরিকার নির্বাচনে জর্জ বুশকে সমর্থন করেনি এমনকি যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে টনি ব্লেয়ারকে সমর্থন করেনি। মুক্ত-মনা আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র মনে করে; এগুলিই সম্পাদক সাহেবের গাত্রদাহের কারণ আর ভিন্নমতের দৃষ্টিতে মুক্ত-মনা'র অপরাধ। আসলে এগুলো অপরাধ কি না সেটা বুঝতে হলে আমেরিকা এবং জর্জ বুশকে যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে।

আজ থেকে ২০০ বছর আগে এই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের খতম করেছিলো নির্দয়ভাবে। গণহত্যায় নির্মূল হওয়া আদিবাসীদের সংখ্যাটা -দু -দশ হাজার নয়, সংখ্যাটা বহু লক্ষ। মেক্সিকোর অধিকাংশই কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো। আসলে শুধু মেক্সিকো নয়, আশে পাশের সমগ্র অঞ্চলটিকেই তছনছ করে লুঠ করা হয়েছিল। ক্যারিবিয়ান, মধ্য আমেরিকা পেরিয়ে আরও দূরে, হাওয়াই, ফিলিপিনস, আমেরিকার বলদর্পী আগ্রাসনে পুরে ছারখার হয়েহিয়েছিলো। এই অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসনে খুন হয়েছিল কয়েক লক্ষ ফিলিপিনো। যে কোন ইতিহাসে বইয়েই পাওয়া যাবে এগুলো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কুদ্দুস সাহেবের মত লোকজন সে ইতিহাস জানতে দিতে চাননা। অথচ এই মহাপন্ডিতরাই কথায় কথায় আবার বুলি আউরায় - 'ইসলামের জন্মই হয়েছে সন্ত্রাস থেকে, মহানবী আজীবন দস্যু ছিলো'। কথাগুলো হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু আমেরিকার জন্ম কি হয়েছিলো গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে নাকি? দস্যুবৃত্তি তো আমেরিকার জন্মগত। আজ সেই দস্যুবৃত্তির সফিস্টিকেটেড রূপটিই দেখছে সারা বিশ্ব বুশের মাধ্যমে। অথচ খান সাহেব আমেরিকার জন্মের ইতিহাসটি দূরে সরিয়ে রেখে শুধু ইসলামের জন্মের ইতিহাস নিয়েই ঘাটাঘাটি করতে উৎসাহী! তা করুন ঠিক আছে, আমরা যারা ইসলাম আর আমেরিকা কোনটাকেই পছন্দ করি না, তাদের জন্য তো পোয়াবারো! কিন্তু যারা জ্ঞানী-গুণি, বুদ্ধিমান - তাদের কাছে কুদ্দুসখানের প্রবন্ধ পড়লে মনে হবে চালুনি বলছে সূঁচকে - জানিস, তোর পেছনে না একটা ফুটো!

'ইসলামের জন্মই হয়েছে সন্ত্রাস থেকে, মহানবী আজীবন দস্যু ছিলো'। কথাগুলো হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু আমেরিকার জন্ম কি হয়েছিলো গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে নাকি? দস্যুবৃত্তি তো আমেরিকার জন্মগত। আজ সেই দস্যুবৃত্তির সফিস্টিকেটেড রূপটিই দেখছে সারা বিশ্ব বুশের মাধ্যমে।

আপনারা সকলেই জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমানবিক বোমা ফাটিয়ে লক্ষাধিক মানুষকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হত্যা করেছিলো। হিরোশিমা কিংবা নাগাসাকি শহরের খেটে খাওয়া দিনমজুর, বা সাধারণ কোনো অধিবাসী কি বিন্দুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সাথে জড়িত ছিলো? তাহলে লক্ষাধিক লোককে কোন অধিকারে হত্যা করা হলো? এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কি এখনো কোন শাস্তি হয়েছে? সারা বিশ্বের গণতন্ত্রের একমাত্র লিগ্যাল (?) ডিলার আমেরিকার একি রূপ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্নায়ু যুদ্ধের সময় থেকে সমাজতন্ত্রকে ঠেকানোর নামে দেশে দেশে আমেরিকা বর্বরোচিতো আচরণ করেছে। বিশ্বযুদ্ধত্তোর পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকার আধিপত্যের ঝান্ডা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমেরিকা অন্যদের হত্যা করে নয়ত ভিনদেশের মাটিতে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তাদের নিঃশেষ করেই পুষ্ট করেছে তাদের আধিপত্যবাদ। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বর্গমাইল জায়গার উপর গড়ে ৭০ টনের বেশি বোমা ফেলেছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য ভাষায় বললে, মাথাপিছু প্রতিটি লোকের জন্য ৫০০ পাউন্ড বোমা। এমন কি গাছপালা ধ্বংসের রাসায়নিকও ছড়িয়ে দিয়েছিলো দেশের অনেক জায়গায়। নিউজ উইকের এক সাংবাদিক যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে কাজ করতেন, তিনি লিখেছেন নাৎসীরা বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিলো, ভিয়েতনামে মার্কিন নির্যাতন তাকেও হার মানিয়েছিল। ভিয়েতনামের মাইলাই হত্যাকান্ড মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক ঘৃন্য অধ্যায়। ঘটনার ভয়াবহতাটা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। ১৯৬৮ সালের ১৬ই মার্চ সকাল সাড়ে তিনটায় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনবাহিনী দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূলে একটি ছোটট গ্রাম মাইলাইতে প্রবেশ করে, এবং গ্রামের নিরস্ত্র সাধারণ লোকের উপর হামলা চালিয়ে নারী, শিশু বৃদ্ধসহ ৩৪৭ জন গ্রামবাসীকে কয়েকঘন্টার মধ্যে হত্যা করে। নারী আর শিশুদের বিকৃত উপায়ে ধর্ষন করে ওই আবু-গারীবের কয়েক ডিগ্রী উপরের মাত্রায়। গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন এতই ভয়াবহ ছিল যে, খোদ মার্কিনবাহিনীরই দুই-একজন (হিউ টমসন) এর বিরোধিতা করে গ্রামবাসীর পক্ষে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়ায়। অনেকদিন ধরে সারাবিশ্ব এই ঘটনা সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারে নি। তারপর হঠাৎ করেই আবু-গারীবের মত তা ফাঁস হয়ে যায়। তবে তাকি কি কুদ্দুসখানদের মত লোকদের একটুও বোধদয় হল? (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পরুন- আদর্শবাদ ও মানুষের সংকট : গোলাম মুরশিদ, মুক্ত-মনা)।

১৯৬৮ সালের ১৬ই মার্চ সকাল সাড়ে তিনটায় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনবাহিনী দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূলে একটি ছোটট গ্রাম মাইলাইতে প্রবেশ করে, এবং গ্রামের নিরস্ত্র সাধারণ লোকের উপর হামলা চালিয়ে নারী, শিশু বৃদ্ধসহ ৩৪৭ জন গ্রামবাসীকে কয়েকঘন্টার মধ্যে হত্যা করে। ... রিগানের নিকারাগুয়া যুদ্ধের সময়ই বা কি হল? সে যুদ্ধে মার্কিন সেনারা ঠান্ডা মাথায় খুন করেছিল কয়েক লক্ষ মানুষকে। একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো দেশটা।

রিগানের নিকারাগুয়া যুদ্ধের সময়ই বা কি হল? সে যুদ্ধে মার্কিন সেনারা ঠান্ডা মাথায় খুন করেছিল কয়েক লক্ষ মানুষকে। একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো দেশটা। তাতে কি আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের এতটুকু অনুতাপ হল? হয়নি। চিন্তা করুন ব্যাপারটা- আন্তর্জাতিক আদালত বা ইউ এন জেনারেল কাউনসিলে নিকারাগুয়া তাদের স্বজন হারানোর অপরিমেয় ব্যথার কথা, বিধ্বস্ত দেশের পুনরুত্থানের সব সম্ভাবনাকে গুঁড়িয়ে দেবার গভীর ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সব সংস্থার কাছে সুবিচার পাওয়ার আশায় ক্ষত-বিক্ষত নিকারাগুয়া কড়া নেড়েছিল দরজায় দরজায়। কিছুই হয়নি! সারা বিশ্বের গণতন্ত্রের একমাত্র লিগ্যাল (?) ডিলার আমেরিকার পুরোন রূপ!!

খুব আমোদ হয় যখন আমেরিকা আর ব্রিটেনের নির্লজ্জ মুখ থেকে সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে সবক শুনি। আবারো আফ্রিকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। শুধু রিগানের শাসনামলেই মার্কিন আর ব্রিটিশদের সমর্থন নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিবেশী দেশগুলোতে হিংস্র এবং নির্বিচার আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা

করেছিল। ক্ষতি করেছিল প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। প্রতিবেশী দেশগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছিল অভাবনীয় নির্দয়তায়। এমন ভয়ঙ্কর বেনিয়া ব্রিটিশ আর সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনদের সমর্থনপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে অজস্র।

আমেরিকার প্রচ্ছন্ন সমর্থন পেয়েছে একটা সময় ইরাকের সাদ্দাম সরকার। এগুলো কোনো গোপন তথ্য নয় আজ। বিষাক্ত গ্যাস বোমা ব্যবহার করে কুর্দ জনগোষ্ঠিকে নির্মমভাবে হত্যা করার মতো বর্বরতম অপরাধ যে সংগঠিত করেছে, গণহত্যার নিকৃষ্ট হত্যাকারী সাদ্দাম হোসেনকেই সে সময় সমর্থন করেছে আমেরিকা- সরি 'গণতান্ত্রিক আমেরিকা'।

ইরাক-ইরান দীর্ঘ যুদ্ধের সময় আমেরিকা সাদ্দাম সরকারকে অর্থ, অস্ত্র সবধরনের সহায়তা দিয়েছে। ইরাকের শিয়া, কুর্দিদের উপর চালানো নির্যাতনের সময় আমেরিকার প্রচ্ছন্ন সমর্থন পেয়েছে ইরাকের সাদ্দাম সরকার। এগুলো কোনো গোপন তথ্য নয় আজ। বিষাক্ত গ্যাস বোমা ব্যবহার করে কুর্দ জনগোষ্ঠিকে নির্মমভাবে হত্যা করার মতো বর্বরতম অপরাধ যে সংগঠিত করেছে, গণহত্যার নিকৃষ্ট হত্যাকারী সাদ্দাম হোসেনকেই সে সময় সমর্থন করেছে আমেরিকা- সরি গণতান্ত্রিক আমেরিকা। এমন কি আমাদের দেশের পচাত্তরের পনের আগষ্টরের নৃশংস হত্যাকান্ডের সাথে আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ এবং তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের জড়িত থাকার প্রমান ফাঁস হয়ে গেছে, আর এটা ফাঁস করেছেন মার্কিন সাংবাদিক লরেনস লিফশুলজ (আগ্রহীরা দয়া করে ১৫ আগষ্টের দৈনিক প্রথম আলো পড়ে নিতে পারেন)। আজকে যে আলকায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতারের জন্য সারা বিশ্বে উন্মত্ত আচরন করতেছে আমেরিকা, সেই ওসামাকে আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সৈন্য হটানোর জন্য পাকিস্থানের মাধ্যমে দুধ কলা দিয়ে পুষেছিলো আমেরিকা। আলকায়দাকে পাকিস্থানে অস্ত্র, অর্থ আর সেনা ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছিলো আফগানিস্থানে এই আমেরিকাই। ভিন্নমতীদের হিরো (হিটলার তাঁর দেশ জার্মানিতেও যুদ্ধকালে হিরো ছিলো), গণতন্ত্রের প্রবক্তা, এবং একমাত্র ডিলার জর্জ ডাবলু বুশের পরিবার ও ওসামা বিন লাদেনের পরিবারের সাথে যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের কথা আজ ওপেন সিক্রেট। দ্বিতীয়বার নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার সময় নাইন ইলিভেন এবং ওসামা জুজুর ভয় দেখিয়ে বক্তৃতা, বিবৃতি দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছিলেন মান্যবর বুশ। কিন্তু চিত্রপরিচালক মুর তাঁর ফারেনহাইট নাইন ইলিভেন তথ্যচিত্রে ফাঁস করেদিয়েছেন বুশপ্রশাসনের এক গোপন খবর। নাইন ইলিভেন ঘটনার পর বুশ প্রশাসন গোপনে লাদেন পরিবারের সদস্যদের বিশেষ বিমানে করে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেটা এখন সবাই জানেন। জর্জ বুশ তো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষনা দিয়েছিলেন, তাহলে হাতের কাছে লাদেন পরিবারকে পেয়ে লাদেন সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পাওয়ার এমন মোক্ষম সুযোগ হাত ছাড়া করলেন কেন? কেন এমন দ্বিচারিতা, ভন্ডামো? না কি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা শুধুই প্রোপাগান্ডা? এই ঘোষনার পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য করেছে? আমরা এই বুশের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারছি ; যুদ্ধ যে আজ পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে ব্যবসা। ইরাকের ক্ষেত্রে কি করা হল? মারনাস্ত্র উৎপন্ন করছে এই ভয় দেখিয়ে ইরাকে আক্রমন করা হলো। কিন্তু মারনাস্ত্রের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া গেলো না, আর পাওয়া যাবেও না। কারণ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরাকে সব ধরনের অবকাঠামো ধংস হয়ে গেছেছিলো।

আমরা এই বুশের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারছি ; যুদ্ধ যে আজ পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে ব্যবসা। ইরাকের ক্ষেত্রে কি করা হল? মারনাস্ত্র উৎপন্ন করছে এই ভয় দেখিয়ে ইরাকে আক্রমন করা হলো। কিন্তু মারনাস্ত্রের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া গেলো না, আর পাওয়া যাবেও না।

তাহলে কেন হাজার,হাজার, মিলিয়ন টাকা খরচ করে ইরাক আক্রমন করা হলো। জর্জ বুশ ও তাঁর সাঙ্গাপাঙ্গারা কি এই তথ্য জানতেন না? নিশ্চয়ই জানতেন, উনারা তো বছরে কোটি কোটি ডলার খরচ করে কুকুর পোষার মতো করে গোয়েন্দা পোষছিলেন, এরা কি কোন রিপোর্ট দেয় নাই? ইরাকে যখন মারনাস্ত্র পাওয়া গেলো না তখন বুশ প্রশাসন বিশ্ববাসীকে নতুন তথ্য দিলেন, ইরাকে গণতন্ত্র সাপ্লাই করা হবে। হা! হা! হা!। গণতন্ত্র বোধহয় আজকাল পিজাহাট, ফাষ্টফুডের দোকানে মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি করা হয়। সেগুলো প্যাকেট বন্দি করে প্লেন করে নিয়ে ইরাকের আকাশে ফেলা হবে, তারপর ইরাকি জনগণ সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ভেজে খাবে। কিন্তু ভেজে খেতে হলে যে তেল দরকার, কিন্তু তেলের উপর যে লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে বুশ প্রশাসনের। তাহলে কিভাবে ওরা খাবে? দয়া করে বুশপ্রশাসন ভেবে দেখবেন। আর গণতন্ত্র না খেতে পারলে যে ওদের মধ্যে গণতান্ত্রিক আচরন আসবে না!!! আমরা জানি বা জানানো হয়েছে, সাদ্দাম হোসেন সামরিক শাসক (কিন্তু পাকিস্থানের পারভেজ মোশরফ কি গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হয়েছেন? উনার সম্পর্কে আমেরিক এতো চুপ কেনো?), তিনি তাঁর দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অন্যায়ভাবে দমন করেছিলেন জনগণের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। এসবই নিন্দার যোগ্য, শুধু নিন্দা নয় তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে, ওই দেশের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে কথা বলা উচিৎ। কিন্তু তাই বলে একটা স্বাধীন দেশ মিথ্যা তত্ত্ব দিয়ে দখল করে নিয়ে ওই দেশে লোকদের উপর অত্যাচার চালানো কোন ধরনের গণতন্ত্র? ইরাকে মার্কিন কারাগারে বন্দীদের উপর যে বিভৎস যৌননির্যাতন চালানো হয়েছে, তার ছবিতো প্রকাশিত হয়েছে, পাঠক আপনারাই বলেন এগুলোর কি নিন্দা করা যাবে না? প্রতিবাদ করা যাবে না? কোন সভ্যতা প্রজনন করে চলছি আমরা? ইরাকে এখন হাজার হাজার তরুন বেকার, তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তাদের কাছে আত্মঘাতী হওয়ার বিকল্প কি কোন পথ আছে? অবশ্যই আত্মঘাতী হওয়া অপরাধ, এতে বেসামরিক জনগণের প্রাণহানি ঘটায়। একে প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু কেন ওই তরুনগুলো আত্মঘাতী খাতায় নাম লিখাচ্ছে তাও তো খুঁজে দেখতে হবে। ইরাকের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আর সুযোগ সন্ধানী ধর্মীয় মৌলবাদীদের ইন্ধন এই হতাশায় নিমজ্জিত তরুনদের আত্মঘাতী করতেছে। আত্মঘাতী হওয়ার কারণ খুঁজতে গেলে শুধু রাজনৈতিক কারণ খুঁজলে লাভ হবে নাহ, ধর্মীয় কারণ অবশ্যই আছে, সেই সাথে আছে অর্থনৈতিক কারণ; শুধু নির্দিষ্ট করে একটি কারণ চিহ্নিত করে কোন সমাধান আসবে না, সবগুলো কারণই আমাদের যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার করতে হবে। পাঠক আপনারাই বলুন, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনই কি ওই সকল তরুনদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে না? ইরাকের রাষ্ট্র কাঠামোকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে নাহ আমেরিকান আগ্রাসন? এই অযৌক্তিক আগ্রাসনের নিন্দা, প্রতিবাদ জানানো কি অন্যায়? এই নিন্দা, প্রতিবাদ করলে কি আপনি, আমি, আমরা সুডো কমিউনিষ্ট, ভং ধরা মানবতাবাদী হয়ে যাবো? কি বলেন আপনারা, বিচারের ভার আপনাদের।

গণতন্ত্র বোধহয় আজকাল পিজাহাট, ফাষ্টফুডের দোকানে মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি করা হয়। সেগুলো প্যাকেট বন্দি করে প্লেন করে নিয়ে ইরাকের আকাশে ফেলা হবে, তারপর ইরাকি জনগণ সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ভেজে খাবে। কিন্তু ভেজে খেতে হলে যে তেল দরকার, কিন্তু তেলের উপর যে লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে বুশ প্রশাসনের। তাহলে কিভাবে ওরা খাবে? দয়া করে বুশপ্রশাসন ভেবে দেখবেন। ... ইরাকে মার্কিন কারাগারে বন্দীদের উপর যে বিভৎস যৌননির্যাতন চালানো হয়েছে, তার ছবিতো প্রকাশিত হয়েছে, পাঠক আপনারাই বলেন এগুলোর কি নিন্দা করা যাবে না? প্রতিবাদ করা যাবে না? কোন সভ্যতা প্রজনন করে চলছি আমরা?

আবার ফিলিস্তিনের দিকে তাকান; ওইখানে সবাই ধর্মীয় ইন্দন খুঁজে পাবেন, হুঁ আমারও তা পাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন সেখানে মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত? কেন ধর্মীয় বীজ আগ্রাসী ভাবে ফুটে উঠছে? সেখানে

শিক্ষার কোন সুযোগ নেই, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, রাজনৈতিক হাওয়া গরম, চারিদেকে অবরোধ। এসব নেতিবাচক উপাদান যে কুসংস্কার আর অপবিশ্বাস ফলনের জন্য উর্বর ভূমি। ফিলিস্তিনে তো শুধু মুসলমান বাস করে না, অনেক খ্রষ্টানও বাস করেন, তারাও আত্মঘাতী হামলাকে সমর্থন করছেন; এসব আমরা পত্রপত্রিকায় পড়ছি। মার্কিন সরকারের আদরের দুলাল ইসারাইলের বর্বর আক্রমন, প্রতি আক্রমন, রাক্ষুসে আগ্রাসন ফিলিস্তিনি গোটা জাতিকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের নেশা তীব্র করে তোলছে, ফিলিস্তিনি তরুনদের উগ্রজাতীয়তাবোধ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি অপধারণাগুলো মেনে নিতে বাধ্য করছে ওই ইসরাইল-মার্কিন সরকার গুলোর পররাষ্ট্রনীতি। এখন আমরা এতসব অন্যায়, অবিচার দেখার পর ও কি চুপ করে থাকবো। পাঠক, আপনার মানবতাবাদী মন কি বলে? এই অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার এর প্রতিবাদ, নিন্দা করা কি অন্যায়? সমাজ সচেতন পাঠক আপনার যুক্তিবাদী মন কি বলে? এতসব অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার দেখার পরও কি আপনি জর্জ বুশকে সমর্থন করবেন বা তাঁর সাগরেদ টনি ব্লেয়ারকে? মুক্ত-মনা অত্যন্ত সচেতনভাবেই পারে নাই এই সকল অন্যায়, অত্যাচার কে সমর্থন করতে আর সাথে সাথে অন্যায় অত্যাচারীকেও। প্রতিবাদ করেছে, নিন্দা করেছে।

আরেকটা ব্যাপার। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তো মহা সোরগোল। কিন্তু মৌলবাদীদের একটা সময় সক্রিয় করেছিল কারা? এই আমেরিকাই। আশির দশকে সি আই এ আর তাদের তাবৎ সহযোগিরা এদের দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত থেকে জড় করেছে এক ছাতার তলায়। পাকিস্তান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইজিপট...। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক - অবশ্যই সাধারণ শত্রু রাশিয়াদের হেনস্তা করা। হিংস্র, দাগী, ভারা এই সব হত্যাকারীদের নিয়ে বিশাল বাহিনী করার ক্ষমতা শুধু মার্কিনিদেরই থাকে। সৌদি আরব থেকে শুরু করে সারা বিশ্ব খুঁজে সবচেয়ে উগ্র, জঙ্গি, ইসলামি ধর্মন্মোমাদদের এমন এক হিংস্র নিষ্ঠুর বাহিনীকে একমাত্র আমেরিকাই এক ছাতার তলায় জড় করতে পারে। ১৯৮১ সালে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে শুরু হয়েছিল এদের কাজ। অথচ ইতিহাসের কি বেদনাদায়ক পরিনতি। নিজ হাতে গড়ে তোলা ঘাতক-বাহিনী আজ ফ্রাঙ্কেস্টাইন হয়ে আমেরিকাকেই দংশন করতে উদ্যত!

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তো মহা সোরগোল। কিন্তু মৌলবাদীদের একটা সময় সক্রিয় করেছিল কারা? এই আমেরিকাই। আশির দশকে সি আই এ আর তাদের তাবৎ সহযোগিরা এদের দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত থেকে জড় করেছে এক ছাতার তলায়। অথচ ইতিহাসের কি বেদনাদায়ক পরিনতি। নিজ হাতে গড়ে তোলা ঘাতক-বাহিনী আজ ফ্রাঙ্কেস্টাইন হয়ে আমেরিকাকেই দংশন করতে উদ্যত!

আমি এখানে খুব সামান্যই আমেরিকার আগ্রাসী আচরনের বর্ণনা দিয়েছি। দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধের পর গত পঞ্চাশ বছরে আমেরিকা দেশে দেশে প্রভাব, প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে বিশ্ববাসীর প্রতি যে পাশবিক আচরন করেছে, তা লিখতে গেলে এক মহাকাব্য হয়ে যাবে। তাই পাঠক, আপনাদের বিরক্তির উদ্রেক হবে ভেবে আমি আর এ সম্পর্কে লিখছি না। এখন জনাব খানের কিছু কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করবো। মুক্ত-মনা বা মুক্ত-মনা'র মডারেটর অভিজিৎ রায় আমেরিকাকে **সাম্রাজ্যবাদী** বলায় জনাব খান খুবই মনক্ষুণঃ হয়েছেন ধর্মান্ধদের মতই, তিনি কষ্ট করে জাতিসংঘের তথ্য সংগ্রহ করে নসিহত করেছেন মুক্ত-মনা'কে। এরকম ওয়াজ নসিহতের দরকার আছে মাঝে মাঝে। পথ চলতে গিয়ে বন্ধু, সুডোবন্ধু নির্নয় করতে সুবিধা হবে মুক্ত-মনা'র। আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী কি না সেটা আপনারাই নির্ধারণ করবেন।

আমরা কোন মতামত চাপিয়ে দিতে চাই না। আমরা শুধু গত পঞ্চাশ বছর সহ বর্তমান সময় পর্যন্ত আমেরিকার আগ্রাসী চরিত্র বিশ্লেষন করতে চেষ্টা করেছি, এবং মতামত দিয়েছি। যাই হোক, জনাব খান তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, ''আমরা প্রিয় বন্ধুটির সাথে দ্বিমত পোষন করে বলতে চাই, আমেরিকার বাইরে থেকে আমেরিকা বা ব্রিটিশদের নির্বাচন বোঝা বেশ কষ্টকর''। জনাব খানের বক্তব্যটি বেশ গোলমেলে, আমেরিকা কিংবা ব্রিটিশদের নির্বাচন বুঝতে হলে আমেরিকা কিংবা যুক্তরাজ্যের মধ্যে থাকতে হবে এমন কি কোনো বাধ্যবাধকতা আছে? আমেরিকা কিংবা ব্রিটিশদের রাষ্ট্রকাঠামো, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও ওই দেশ গুলোর নির্বাচন বুঝতে হলে ওই দেশে থাকতে হবে? আপনার বক্তব্য সত্য হিসেবে মেনে নিলে বলতে হয় আমেরিকা এবং ব্রিটিশ বাদে বাকি প্রায় ১৭০টি দেশের গণমাধ্যমগুলো বা নির্বাচনবিশেষজ্ঞ বা জনগণ আমেরিকার বা ব্রিটিশদের নির্বাচন বুঝেনি বা তাদের বুঝতে কষ্ট হয়েছে। এই বুঝতে কষ্ট হওয়া রাষ্ট্রের মধ্যে আমেরিকা, ব্রিটিশদেরই সমর্থক গোষ্ঠী (জাপান, আষ্ট্রেলিয়া, ইতালি, জার্মান, পাকিস্থান ইত্যাদি) রয়ে যায়। নাকি আপনি বলতে চাচ্ছেন আমেরিকা বা ব্রিটিশদের নির্বাচন বুঝতে হলে বুশবাদীদের চোখদিয়ে ওই নির্বাচনগুলো দেখতে হবে, তবেই শুধু বোঝা যাবে। না হলে নয়, তাই না। আরেকটা মজার ব্যাপার বলি। আমেরিকার বাইরে থেকে আমেরিকার নির্বাচন বোঝা কষ্টকর -এটা একমুখে বলে যাচ্ছেন কুদ্দুস খান সাহেব, কিন্তু ঠিকি আমেরিকার নির্বাচনের সময় আবুল কাশেমের ইংরেজীতে লেখা একটা প্রশংসাবাক্য তাঁর প্রবন্ধের আগায় জুড়ে দিয়েছিলেন। যতদূর জানি, আবুল কাশেম আমেরিকায় থাকেন না। আমেরিকার বাইরে থেকে আমেরিকার নির্বাচন বোঝা কষ্টকর যদি হয়, তবে সেটা সবার জন্যই প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ। কাশেম সাহেব কুদ্দুস খানের প্রশংসা করলে উনি আমেরিকায় না থেকেও 'বড় বিশেষজ্ঞ' হয়ে যান, আর অভিজিৎ রায় বুশ কে সমর্থন করে না বলে 'উনি আমেরিকার বইরে থেকে কিছুই জানেন না'! বাহ! বুদ্ধির বলিহারি! অভিজিতের বেলায় এক নিয়ম, আর কাশেম সাহেবের বেলায় আরেক নিয়ম - কুদ্দুস খানের এই দ্বি-মুখী নীতিকে হিপোক্রিসি ছাড়া আর কি বলা যায়? আর আমেরিকায় থাকলেই যে সবাই বুশের অন্ধ দালাল হয়ে যাবেন, এটাই বা কেমন কথা। একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখবেন সবাই উনার নত ভাবছেন না।

যতদূর জানি, আবুল কাশেম আমেরিকায় থাকেন না। আমেরিকার বাইরে থেকে আমেরিকার নির্বাচন বোঝা কষ্টকর যদি হয়, তবে সেটা সবার জন্যই প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ। কাশেম সাহেব কুদ্দুস খানের প্রশংসা করলে উনি আমেরিকায় না থেকেও 'বড় বিশেষজ্ঞ' হয়ে যান, আর অভিজিৎ রায় বুশ কে সমর্থন করে না বলে 'উনি আমেরিকার বইরে থেকে কিছুই জানেন না'! বাহ! বুদ্ধির বলিহারি!

জনাব খান গত ২০০২ সালের জাতিসংঘের এফ ডি আই রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রমান করতে চাইলেন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী নয়! যেহেতু উনাদের (ভিন্নমতীদের/ বুশবাদীদের) দেয়া তথ্য মতে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষন, আর আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান প্রভৃতি উন্নত দেশ শুধু নিজেদের মধ্যেই টাকা বিনিয়োগ করেছে, তাই কে কাকে শোষন করবে? অনুন্নত দেশেতো আমেরিকা তেমন কোন বিনিয়োগ করে নাই, তাই আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী নয়! কিন্তু খান সাহেব এটা কি ভুলে গেলেন আজ সাম্রাজ্যবাদ শুধু অর্থনৈতিক শোষনকে বোঝায় না। কুদ্দুসখানের গাঁজাখুড়ি গাল-গপ্প বাদ দিয়ে একটু ইতিহাস আর তথ্যে চোখ রাখি। ১৯৮৭ সালে সারা দুনিয়া জুড়েই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যখন তীব্র জনমত তৈরী হতে থাকে, ইউ এন জেনারেল খুব কঠোর ভাষায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাবও পাশ করে, হিংসাত্মক ঘটনাকে ভর্ৎসনা করে তীব্র ভাষায়। সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে সম্ভাব্য সমস্ত পথে সন্ত্রাসবাদ

মোকাবিলার প্রস্তাব আনা হয়েছিল। **আর ওই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল কারা জানেন? চোর আর তার মাসতুত ভাই - আমেরিকা আর ইজরায়েল।** পাঠকদের কাছে একটা ছোটট কুইজ- বলুন তো ভাইজানেরা, আন্তর্জাতিক আদালতে এখন পর্যন্ত একটিমাত্র দেশের বিপক্ষেই সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ এনে নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়েছে, বলুন তো সেই দেশটির নাম কি? আরেকটি প্রশ্ন - কোন সে দেশ যেটি এখন পর্যন্ত সব চাইতে বেশীবার ইউ.এন রেজ্যুলুশন লংঘন করেছে ? প্রথমটির উত্তর হচ্ছে - আমাদের লীগাল গার্জিয়ান আমেরিকা, আর দ্বিতীয়টির উত্তর হল তার চ্যালা ইজরায়েল। কুদ্দুস খান কি এই কুইজ দুইটার উত্তর জানতেন? এখন কি বুঝতে পারছেন কেন আমেরিকাকে 'সাম্রাজ্যবাদী' বলা হয়?

পাঠকদের কাছে একটা ছোটট কুইজ- বলুন তো ভাইজানেরা, আন্তর্জাতিক আদালতে এখন পর্যন্ত একটিমাত্র দেশের বিপক্ষেই সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ এনে নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়েছে, বলুন তো সেই দেশটির নাম কি? আরেকটি প্রশ্ন - কোন সে দেশ যেটি এখন পর্যন্ত সব চাইতে বেশীবার ইউ.এন রেজ্যুলুশন লংঘন করেছে ? প্রথমটির উত্তর হচ্ছে - আমাদের লীগাল গার্জিয়ান আমেরিকা, আর দ্বিতীয়টির উত্তর হল তার চ্যালা ইজরায়েল।

কোন দুর্বল রাষ্ট্রের উপর সবল রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া যেকোন সিদ্ধান্তকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব হিসেবে প্রকাশ করা হয়। সেই চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতে পারে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হতে পারে, পরিবেশের ক্ষেত্রে হতে পারে বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। আমেরিকা কি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে অজ্ঞতা, লোভ, লালসাকে কাজে লাগিয়ে কুখ্যাত হানা চুক্তি চাপিয়ে দেয় নাই? হানা চুক্তি কি আমেরিকা নামক রাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাবের পরিচায়ক নয়? আমেরিকার সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন ধরনের অপরাধ করলে, বাংলাদেশ সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না, এমন কি আন্তর্জাতিক আদালতে মামলাও করতে পারবে না। আমেরিকা কি একইরকম চুক্তি মেনে নিবে যেখানে বলা থাকবে, বাংলাদেশের কোন সেনা সদস্য আমেরিকার অভ্যন্তরে কোন ধরনের অপরাধ করলে আমেরিয়াকান সরকার তার বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে না বা আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে পারবে না। মেনে নিবে? কখনোই না। তাহলে এই চুক্তি কি বৈষম্যমূলক নয়। এমনি আরও অনেক কিছু বলা যায়, যা আমেরিকার আগ্রাসী মনোভাবকে প্রতিফলিত করে। যেমন নিউক্লিয়ার বোম। দুর্বল রাষ্ট্রগুলি বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতে নিজেদেরকে বহিশত্রুর (বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমেরিকা) হাত থেকে রক্ষার জন্য নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির দিকে ঝুকে পড়ছে। উত্তর কোরিয়ার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথার ফুলঝুড়ি, আর ইরানের সাথে চোখরাঙানি আমরা একই সাথে দেখতে পাচ্ছি। তার উপর ইসরাইলের নিউক্লিয়ার বোম সম্পর্কে আমেরিকা নিশ্চুপ। এই রকম ভন্ডামি, দ্বিচারিতা, স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে আপনি কি চুপ করে থাকবেন? প্রতিবাদ করবেন না অন্যায়ের। সমাজসচেতন মুক্ত-মনা চুপ করে থাকতে পারে না, প্রতিবাদ করে, নিন্দা জানায়। আর এতেই জনাব খানের দূর্বল হৃদয়ে চোট পেয়ে যান, ক্ষুব্দ হয়ে উঠেন। জ্ঞান দিতে এগিয়ে আসেন। জ্ঞান দেয়া ভালো তবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ভালো নয়। এরপর খান সাহেব বর্ণনা করেন আমেরিকার গণতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে, আমেরিকার নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে। হুঁ, ভালো , ভালো কথা বলেছেন তিনি, বেশ তথ্যবহুল। অনেক কিছু শেখার আছে এখান থেকে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সচেতন জনগণের। কিন্তু একটা কথা, মুক্ত-মনা কি আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেছে কখনো? মনে পড়ছে না তো? আমেরিকার আভ্যন্তরীন গণতান্ত্রিক চর্চা সারা বিশ্বেই প্রশংসার যোগ্য, নন্দিত কিন্তু বহির্বিশ্বের সাথে (বিশেষ করে দূর্বল

রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে) আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি কি গণতান্ত্রিক আচরন করছে? আমার কাছে মনে হচ্ছে (ভুলও হতে পারে), কুদ্দুস খান আমেরিকার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে, বহির্বিশ্বের সাথে বৈষম্যমূলক আর্থিক নীতি নিয়ে মুক্ত-মনা'র সমালোচনাকে সমগ্র আমেরিকার জনগণের উপর টেনে নিচ্ছেন? মুক্ত-মনা কখনোই আমেরিকার সমগ্র জনগণের নিন্দা করে নি, বা সমালোচনা করেনি। এমন কি আমরা উপরে যে আমেরিকার সমালোচনা করেছি, সেখানে সমগ্র জনগণের নিন্দা করেনি। কারণ একটা দেশের সবাই সাম্প্রদায়িক নয়, সাম্রাজ্যবাদী নয়, কিংবা সমাজতন্ত্রীও নয়। আমাদের কয়েকজন আমেরিকান বন্ধু আছে, যারা আমেরিকার এই ধরনের বৈষম্যমুলক আচরনে দুঃখিত, ক্ষমা প্রার্থী আমাদের কাছে। আমরা তো এদের দোষ দিতে পারি না, সমালোচনা করতে পারি না। আমেরিকার বৈষম্যমুলক পররাষ্ট্রনীতি, আর্থিক নীতি, দূর্বল রাষ্ট্রের সাথে বৈষম্যমুলক চুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমেরিকান সরকার পরিবর্তন করে ফেলে, তাহলে সমালোচনা করার কোনও প্রশ্নই আসে না। বরং এর ফলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না সম্ভবত, তবে শান্তির পথ খুঁজে পাওয় যাবে।

অভিজিৎ রায় তো খুব পরিস্কার করেই বলেছেন,

> 'যারা আমেরিকার 'গণতান্ত্রিক' মূল্যবোধে উদ্বেলিত থাকেন তারা ভুলে যান যে এই গণতান্ত্রিক আমেরিকাই ১৯৫৩ সালে ইরানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদেককে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বৈরশাসক শাহকে ক্ষমতায় বসায়, ভিয়েতনামে সৈন্য প্রেরণ করে গণহত্যা চালায়, ১৯৭৫-৭৬এ ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে ক্যু করে সরিয়ে সুহার্তোকে ক্ষমতায় বসায় আর পরবর্তীতে সুহার্তোর নির্বিচারে গনহত্যাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দান করে, প্রায় একই সময় স্বৈরশাসক পলপট যিনি নিজ দেশে ১.৭ মিলিয়ন মানুষ মারার জন্য দায়ী- তাকে পর্যন্ত নিজ স্বার্থে সমর্থন করে 'অ্যান্টি-কমিউনিস্ট' আমেরিকা, তারা একটা সময় এলসালভাদর আর আর্জেন্টিনায় স্বৈরশাসকদের সমর্থন করে, নিকারাগুয়ার গণতন্ত্র উৎখাত করে, জিয়াউল হকের মত মৌলবাদী সরকারকে 'মিত্র' হিশেবে সমর্থন করে আর তার ওহাবী ইসলাম বিস্তারে সাহায্য করে, চিলির স্বৈরশাসক পিনোচেটকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান আক্রমনের ছয় মাস আগে থেকেই ওসামা-বিন লাদেনকে সাহায্য আর সমর্থন যুগিয়ে প্রকৃত 'লাদেন' হিসেবে গড়ে তোলে এই 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা। ইসলামী মৌলবাদের পীঠস্থান সৌদি-আরব আর তার রাজতন্ত্রকে তো এখনও মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে। সবকিছু না হয় বাদই দিলাম, ১৯৭১ সালে বাঙালীদের উপর পাকিস্তানী গণহত্যা আর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনে 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকার ভুমিকা কি ছিল তা সবাই জানে। বাংলাদেশে নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতেরা সুযোগ পেলেই বাংলাভাই-এর অস্তিত্ব নিয়ে 'সন্দেহ' করে, কখনওবা জামাতে-ইসলামীকে 'মডারেট গণতান্ত্রিক' শক্তি মনে করে। তারপরও 'আমেরিকার পলিসির' মধ্যেই 'মুক্তি' খোঁজেন তথাকথিত প্রগতিশীলরা।'

কুদ্দুস খান তো অভিজিতের একটি তথ্যও খন্ডন করতে পারেন নি। না পেরে আবোল তাবোল প্রসংগ নিয়ে এসেছেন। বলছেন : ভিন্নমতের নাকি সদস্য বেড়ে চলেছে। কিসের মধ্যে কি, পান্তা ভাতে ঘি! ভিন্নমতের সদস্য বাড়ার সাথে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্কটা কোথায়? এখানে ধর্মহীন কুদ্দুস খানের উক্তি অনেকটা ইসলামিস্টদের মতই শোনাচ্ছে - ওই যে বলে না তারা - 'ফাসটেসট গ্রোয়িং রিলিজিয়ন' ! আসলে ভিন্নমতও এক অর্থে রিলিজিয়ন ছাড়া কিছু না। তায় আবার 'ফাসটেসট গ্রোয়িং'। এইডসের জীবানুও তো সারা বিশ্বে বেড়ে চলেছে। এটা কি সুখের কথা? পর্নোগ্রাফির সাবস্ক্রাইবারও সব সময় বেশি থাকে, ভাল পেপারের চেয়ে! তাতে কি হল? ভিন্নমতের যে স্ট্যান্ডার্ড, তা দিয়ে মুক্ত-মনার সাথে তুলনা করেন কি করে! যা হোক, আসল গুমোড় এবার ফাঁস করি। আমি আরও দশটা ফোরামের সাথে জড়িত। আমি জানি ফোরামের সদস্য সংখ্যা কি ভাবে বাড়ানো হয়। প্রতি দিনই দশটা ইমেইল নিয়ে এসে ফোরামে অ্যাড করে দেওয়া যায়- অনেক সময় সদস্যরা জানতেও পারেন না যে ফোরামে তার নাম অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে মূলতঃ ভিন্নমতের সদস্য বাড়ার চালিকাশক্তি। কুদ্দুস খানের শক্তিশালী প্রবন্ধ (নাকি পাগলের রিয়েকশনারি প্রলাপ) পড়ে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ হু হু

করে ভিন্নমতে ঢুকে পড়ছে - এটা পাগলেও বোধ করি বিশ্বাস করবে না। মুক্ত-মনার সাম্রাজ্যবিরোধী স্ট্যান্ড সহ্য করতে না পেরে রিয়েকশনারী কিছু লোক দেখছি ইলেকশনের পর পর মুক্ত-মনা থেকে পাত্তারি গুটিয়ে চলে গেছে ভিন্নমতে। কুদ্দুস খান সাহেব ভেবেছিলেন এতে করে মুক্ত-মনা বোধ হয় ধ্বংস হয়ে যাবে। আদপে কিছুই হয় নি। মুক্ত-মনা বহাল তবিয়তেই আছে। শুধু আছেই না বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। কুদ্দুস খান বোধ হয় ভুলে গেছেন, শকুনের দোয়ায় গরু মরে না! এখন তো সবাই বুঝতে পারছে ভিন্নমত সম্পাদকের দুঃখটা আসলে কোথায়!

মুক্ত-মনার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্ট্যান্ড সহ্য করতে না পেরে রিয়েকশনারী কিছু লোক দেখছি ইলেকশনের পর পর মুক্ত-মনা থেকে পাত্তারি গুটিয়ে চলে গেছে ভিন্নমতে। কুদ্দুস খান সাহেব ভেবেছিলেন এতে করে মুক্ত-মনা বোধ হয় ধ্বংস হয়ে যাবে। আদপে কিছুই হয় নি। মুক্ত-মনা বহাল তবিয়তেই আছে। শুধু আছেই না বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। কুদ্দুস খান বোধ হয় ভুলে গেছেন, শকুনের দোয়ায় গরু মরে না! এখন তো সবাই বুঝতে পারছে ভিন্নমত সম্পাদকের দুঃখটা আসলে কোথায়!

জনাব খান প্রায়ই একটি কথা বলেন, সেটি হচ্ছে আমাদের দেশের বাম কলাম লেখকগণ তাদের মাথার কম্পিউটার আপডেট করেন নি, এখনও ষাটের দশকের রয়ে গেছে। সত্যই বলেছেন। আমার মনে উনাদের মাথার কম্পিউটারের প্রসেসর অনেক পুরনো হয়ে গেছে, বাজার থেকে কিনে এনে আপডেট ভার্সন লাগালেও মাদারবোর্ড সাপোর্ট করবে না। পুরো সিস্টেমটাই পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে এও আমার মনে হচ্ছে, বাজারে ‘‘হিউম্যানিজম’’ নামে একটি সফটওয়ার অল্প পয়সায় পাওয়া যায়, সেটি দয়া করে বুশবাদী/ ভিন্নমতীদের ইনস্টল করে নিতে হবে। তাতে দৃষ্টিভঙ্গী অনেক প্রসারিত হবে। আর আমরা সাধারণ পাঠকরাও বিভ্রম থেকে রক্ষা পাবো। আর ‘ শত্রুর শত্রু, সবসময়ই বন্ধু’ এই ধরনের ধারণা তৈরী করবেন না দয়া করে, কারণ এতে পালটা যুক্তি হিসেবে ‘বন্ধুর শত্রু, আপনারও শত্রু’ এই ধারণা তৈরী হতে পারে। যা আমাদের কাঙ্খিত নয়। আর মুক্ত-মনা কখনোই আপনাদের শত্রু নয়।

মুক্ত-মনা’কে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে বলতে চাই, মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের পথ অত্যন্ত কঠিন, কষ্টসাধ্য। পথ চলতে গিয়ে বন্ধু পাবেন কি না সে ব্যাপারে বলতে পারি না, তবে আপনাদের শত্রুর অভাব হবে না এই ব্যাপারে নিশ্চিত। তবে আপনারা থেমে যাবেন না। যে কোন অবস্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। **লড়াই চালাতে হবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।** যুগপৎ লড়াই চালাতে হবে, কোনোটাকেই ছোট বড় করে বিচার করা যাবে না, দুটোই মানব সভ্যতার সুস্থ বিকাশের জন্য ভয়ঙ্কর। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের কোন সীমা নেই, যেখানেই মানুষ সেখানেই আন্দোলন, যেখানে বৈষম্য, অন্যায়, অত্যাচার, দূর্নীতি সেখানেই আন্দোলন। এই আন্দোলন মানুষকে সচেতন করে তোলার, মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধ জাগিয়ে তোলার। সফলতা আমাদের আনতেই হবে। কোন বিকল্প নেই।

সবাইকে শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ।

অনন্ত। ১৬-০৮-০৫